৪র্থ পাঠ

মোশি-ঈশ্বরের বাক্য লাভ করেছিলেন

ঈশ্বর কি আপনার সাথে কথা বলেন ?

হ্যাঁ। যারা তাঁকে কথা বলবার সুযোগ দেয়, ঈশ্বর তাদের সবাইর সঙ্গেই কথা বলেন।

অবশ্য এখানে "কথা বলা" মানে "যোগাযোগ করা" বা "কাছে আসা।" এই কথা বলা বেশ কয়েক ধরণের হতে পারে। ঈশ্বর স্বপ্নের মাধ্যমে যোষেফের সঙ্গে কথা

বলেছিলেন তা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। এর মানে ঈশ্বর নিজেকে ও তাঁর ইচ্ছাকে এই পথে যোষেফের কাছে প্রকাশ করেছেন।

আমাদের মনে আছে, ঈশ্বর নোহকে জল-প্লাবনের কথা বলেছিলেন। তিনি একজন পথ দেখানোর শিক্ষকের মতই তার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য খুঁটি-নাটি সব নির্দেশ দিয়েছেন। ঈশ্বর খুব ঘন ঘন অব্রাহামের সাথে কথা বলেছেন। এক নূতন জাতি শুরু করবার জন্য ঈশ্বর অব্রাহামকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা ছিল খুবই স্পষ্ট। বলি দেওয়া থামিয়ে তার প্রিয় পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য ঈশ্বর যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা অব্রাহামের কাছে কতই না আনন্দ বয়ে এনেছিল।

ভিন্ন ভিন্ন লোকদের সংগে কথা বলে ঈশ্বর তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। তিনি যে আছেন সে সম্পর্কে তিনি তাদের সজাগ করে তুলেছেন। জানিয়েছেন যে, তিনি তাদের সঙ্গ চান। বিশেষ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য তিনি তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঈশ্বর কেবল বিশেষ বিশেষ লোকদের কাছেই নয়, কিন্তু সব জায়গার সব লোকদের কাছেই কথা বলতে চান। তিনি যে কেবল বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিতে চান তা নয়, কিন্তু সারা

পৃথিবীতে সবার কাছেই তাঁর ইচ্ছা জানাতে চান। এই জন্য তিনি চান যেন তাঁর কথা লিখে রাখা হয়। আর তাঁর প্রজাদের মধ্যে তাঁর কাজ করবার সাধারণ নিয়ম মত তিনি একজন মানুষকে বেছে নেন।

এই পাঠে আমরা সকল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির একটি আলোচনা করব। আমরা মোশির জীবন ও কাজ আলোচনা করব। তিনিই সর্ব প্রথম ঈশ্বরের দেওয়া লিখিত বাক্য লাভ করেছিলেন।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন—

ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন কেন ?
বাক্য থেকে আমরা যে সত্য জানতে পারি।
আমরা বাক্যকে সম্মান করি ও তার বাধ্য হয়ে চলি।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ বলতে পারবেন ঈশ্বর কেন মোশিকে আহ্বান করেছিলেন।

★ ব্যবস্থা বা আইন-পুস্তকের সত্যগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের বাক্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখবেন।

★ ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে ও তার বাধ্য হয়ে চলতে শিখবেন।

ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন কেন?

ঈশ্বরের প্রজারা আবারও কষ্টে পড়েছিল। মহা প্লাবনের সময় ঈশ্বর নোহকে আহ্বান করে তাদের রক্ষা করেছিলেন। অব্রাহামকে আহ্বান করবার মাধ্যমে তিনি তাদের প্রতিমা পূজার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। যোষেফকে আহ্বান করে তিনি তাদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এমন এক নিষ্ঠুর ও পাপাচারে পূর্ণ দেশে দাস প্রথার হাত থেকে তাদের মুক্ত করবার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করলেন।

> লোকেরা দাসের কাজ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও কান্নাকাটি করল, আর তাদের এই আর্তনাদ ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছিল। তিনি তাদের দিকে তাকালেন ও তাদের জন্য চিন্তিত হলেন। তিনি মোশিকে বললেন, "আমি আমার প্রজাদের কষ্ট দেখেছি। তাই তুমি যাও, আমি তোমায় পাঠাচ্ছি।"

মোশি একজন শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তার মায়ের কাছে শুনেছিলেন যে, শিশু অবস্থায় ঈশ্বর তার জীবন রক্ষা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পথ জানতেন আর তিনি তাঁর বাধ্য ছিলেন। তবুও তিনি যখন ঈশ্বরের আহ্বান পেলেন, তখন তিনি বিনীত ভাবে বললেন, "আমি কে, যে তোমার প্রজাদের নেতা হব? লোকেরা হয়তো আমার কথা শুনবে না, তখন আমি

তাদের কি করে বুঝাবো যে, আমার প্রভু তুমিই আমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছ? তারা যদি আমার সদাপ্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করে, তখন কি উত্তর দিব?"

ঈশ্বর মোশিকে অব্রাহামের ঈশ্বরের নামে তাদের কাছে যেতে বললেন। তার পর ঈশ্বর তাকে আশ্চর্য কাজ করবার ক্ষমতা দিলেন, যাতে তারা তাকে বিশ্বাস করে।

আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বরের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ কাজ করবার জন্য অন্য লোকদেরও আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর মোশিকে যে ধরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এর আগে তিনি আর কাউকেই কখনও তেমন দায়িত্ব দেন নি।

তার কাজ ছিল সাথে থেকে চালিয়ে নেওয়া ও সান্তনা দেওয়া। তাকে পাঠানো হয়েছিল যেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা তাদের জানান এবং ঈশ্বরের সাথে উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাদের পথ নির্দেশ দেন। ঈশ্বর তিন পথে তাকে তার কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর **নাম**, তাঁর **ক্ষমতা** ও তাঁর **ব্যবস্থা** প্রকাশ করবার মাধ্যমে।

পবিত্র বাইবেলের **নাম** কথাটি কোন ব্যক্তির চরিত্র এবং তার ভিতরের স্বভাবের প্রতিই ইংগিত করে। তা ব্যক্তির প্রতি এবং উদ্দেশ্যের প্রতি ইংগিত করে। সদাপ্রভু তার জন্য মোশিকে **"আমি আছি"** এই নাম ব্যবহার করতে বলেন। এই নাম ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় স্বভাব

এবং বিশ্বস্ততার প্রতিই ইংগিত করে। মোশির সব কাজ এবং তিনি যে সব কথা লিখবেন, সব কিছুরই ভিত্তি হবে ঈশ্বরের চরিত্র।

ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে যে সব চিহ্নকার্য ও মহামারী পাঠিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে ঈশ্বরের **'ক্ষমতা'** প্রকাশ পেয়েছে। এর আগে ঈশ্বর আশ্চর্য কাজ করবার জন্য কখনও মানুষকে ব্যবহার করেন নি। তিনি মোশিকে এই আশ্চর্য কাজগুলি করতে বলেছিলেন যাতে, তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের কাছে অব্রাহামের ঈশ্বর উপস্থিত হয়েছেন। ঈশ্বরের শক্তিতে মোশির লাঠি সাপে পরিণত হয়েছিল। তার হাতে কুষ্ঠ হয়েছিল এবং পরে আবার সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। জল মাটিতে ঢাললে রক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ক্ষমতার চিহ্ন গুলির দ্বারা মোশির কাজ স্ব-প্রমানিত হয়েছে। পরে সীনয় পর্বতে ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্য অনুমোদন করবার জন্য শারিরীক ভাবে তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

ঈশ্বর নিজেই মোশিকে তাঁর **'ব্যবস্থা'** দিয়েছিলেন। মোশির কাজ ছিল লোকদের ঈশ্বরের পথে চালিত করা। তাই তাদের কার্য-কলাপ পরিচালনার জন্য ঈশ্বর মোশিকে কতগুলি নিয়ম-কানুন দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থার প্রতি বাধ্য জীবন যাপন করলে তা তাদের জীবনে সাফল্য বয়ে আনবে এবং ঈশ্বর ও অন্য লোকদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে সাহায্য করবে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,

মোশির কাজ এবং কথার ভিত্তি হচ্ছে ঈশ্বরের চরিত্র, আর তা আশ্চর্য চিহ্ন কার্যের দ্বারা স্ব-প্রমাণিত হয়েছে, এবং ঈশ্বরের দেওয়া ব্যবস্থার দ্বারা তা মানুষের মাঝে কার্যকারী করা হয়েছে।

আপনার করণীয়

১। উপযুক্ত কথা বসিয়ে নীচের শূন্য স্থান গুলি পূরণ করুন ঃ—

ক) ঈশ্বর তাঁর .... প্রকাশের মাধ্যমে মোশিকে তার কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

খ) মোশিই প্রথম মানুষ যাকে ঈশ্বর তাঁর বাক্য..... ..... বলেছিলেন।

গ) মোশিই প্রথম মানুষ যার মাধ্যমে ঈশ্বর .. .. সাধন করেছিলেন।

ঈশ্বর যখন লোকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা সাধন করতে ডাকেন, তখন এ জন্য তাঁর একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমরা দেখেছি যে, তাঁর প্রজারা কঠিন দাসত্ব জীবনে সাহায্যের জন্য

কান্নাকাটি করছিল বলে, ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন। তাই মোশিকে আহ্বান করবার একটা কারণ হল, অব্রাহামের লোকদের উদ্ধার করা। তাদের এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল, যিনি ফরৌণের রাজ্য থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে তাদেরকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসরণ করতে সাহায্য করবেন।

তবে এও পরিষ্কার যে, ঈশ্বরের অন্য আরও কতগুলি কারণ ছিল। তিনি মোশিকে বলেছিলেন, যেন তিনি ফরৌণের কাছে গিয়ে ঈশ্বরের সেবা করবার জন্য তাঁর প্রজাদের মুক্তি দাবী করেন। রাজা তার হৃদয় কঠিন করবে এবং লোকদের ছেড়ে দিতে চাইবে না। তখন মোশি ঈশ্বরের দেওয়া চিহ্নগুলি ব্যবহার করবেন। ঈশ্বর ঘোষণা করলেন, "আমি ফরৌণের রাজ্যের উপরে আপন হাত বিস্তার করে, সেখান থেকে আমার প্রজাদের বের করে আনলে মিশরীয়রা জানবে যে, আমিই সদাপ্রভু।" এ হল মোশির আহ্বানের দ্বিতীয় কারণটির একটি দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর যে কেবল মাত্র অল্প কয়েকজন লোকের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করতে চান তা নয়, কিন্তু তিনি চান সব জায়গার সব লোকেরা তাঁকে জানবে।

মোশিকে আহ্বান করবার তৃতীয় এবং অত্যন্ত বিশেষ কারণ ছিল, ঈশ্বর তার কাছে তাঁর লিখিত ব্যবস্থা দেবেন। এর পর ঈশ্বর তাঁর চরিত্র, ক্ষমতা, এবং তার উপাসনা ও মানুষের কার্য-কলাপ সম্পর্কে যা কিছু প্রকাশ করেছেন, তা

লিখে রাখবার জন্য তিনি মোশিকে ব্যবহার করবেন। তা হবে মানুষকে পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া বাক্য।

এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তখন দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ তাঁর লোকদের জন্যই নয়, কিন্তু আজ আমাদের সবাইর জন্য চিন্তা করেই ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া যে বাক্য আমরা পেয়েছিলাম, তা ব্যবস্থা পুস্তক নামে পরিচিত। ঈশ্বর আশ্চর্যভাবে রক্ষা করেছেন বলে আমরা অবিকল ভাবে সেই ঈশ্বরের বাক্য পেয়েছি। এই লিখিত বাক্যের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলেন। ঈশ্বরের কথা শোনা অর্থাৎ তার এই খবর পাঠ করা এবং আমাদের নিজ নিজ জীবনে এর সত্য মেনে নেওয়া যেমন আমাদের একটা কর্তব্য তেমনি একটা বিশেষ অধিকারও।

আপনার করণীয়

২। যে বাক্যগুলি সত্য সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) অব্রাহামের বংশধরগণ এক পাপাচারে পূর্ণ দেশে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

খ) লোকেরা নিজেদের রক্ষা করতে পারত না বলে, ঈশ্বর তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

গ) লোকদের একত্র করে, তাদের নেতা হবার জন্য ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন।

ঘ) মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর তার ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

ঙ) মোশির আহ্বান ছিল লিখিত বাক্যের মাধ্যমে মানুষের সাথে ঈশ্বরের কথা বলবার ব্যবস্থারই অংশ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই সব কিছু ঘটেছিল। মোশি ফরৌণের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "লোকদের যেতে দিন।" কিন্তু ফরৌণ রাজী না হলে, মোশি ঈশ্বরের দেওয়া আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। ফরৌণের অবাধ্যতার ফলে দেশের উপর ভয়ানক মহামারী আনতে হয়েছিল। ব্যাঙ, ডাঁশ মাছি ইত্যাদিতে ঘর ভরে গিয়েছিল। তাদের পশুপাল মারা গিয়েছিল। লোকেরা যন্ত্রণাদায়ক ঘা-এর দ্বারা কষ্ট পেয়েছিল, শিলাবৃষ্টি আর পঙ্গপাল তাদের শস্য নষ্ট করে দিয়েছিল, সারা দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল।

শেষে ঈশ্বর মোশিকে ডেকে বললেন, "আমি ফরৌণের উপর আর একটি আঘাত পাঠাবো। তারপর সে তোমাদের যেতে দেবে।" এই আঘাতটি ছিল দেশের সর্ব প্রথম

জাত পুত্র সন্তান মারা যাবে। ঈশ্বর মোশিকে বললেন যে, এই আঘাতটি লোকদের কাছে একটি শিক্ষা এবং চিহ্ন স্বরূপ হবে। এ থেকে তারা পাপের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলে, তাদেরকে তাঁর রক্ষা করবার ক্ষমতা জানতে পারবে।

ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "তোমাদের প্রতিটি পরিবার একটি করে মেষ বধ কর, আর তার রক্ত দরজার কপাটে লাগিয়ে রাখ। আমি দেশের মধ্য দিয়ে গমন করব এবং সমস্ত প্রথম জাত পুত্র সন্তানকে আঘাত করব, সমস্ত মিথ্যা দেবতাদের শাস্তি দেব। তোমাদের ঘরের দরজায় রক্ত দেখলে, আমি সে ঘর বাদ দিয়ে যাব। তোমাদের উপর কোন আঘাত আসবে না।" আবারও আমরা মানব জীবনের বদলে পশু বলিকে স্থান নিতে দেখি। একটি মেষের বদলে যেমন অব্রাহামের ছেলের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল, তেমনি মেষের রক্তের দ্বারা ঈশ্বরের প্রজাদের মরণ-আঘাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এসবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আসলে কি বলতে চেয়েছেন? এই রহস্যের মধ্যে এমন কি সত্য রয়েছে? আমরা দেখতে পাব যে, অনেক বছর পরে ঈশ্বর যে এক সিদ্ধ-বলির বন্দোবস্ত করেছিলেন, এটা তারই প্রতি ইংগিত করেছে।

মোশি এবং লোকেরা ঈশ্বরের কথামতই সব বন্দোবস্ত করেছিল। ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন, তেমনি এক ভয়ানক মরণ-রাত্রি এসেছিল। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের রক্ষা

করেছিলেন, কারণ তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর বাধ্য হয়েছিল। ফরৌণ ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, "যত তাড়াতাড়ি পার এই দেশ থেকে চলে যাও। তোমাদের যা যা আছে, সব নিয়ে মিশর থেকে দূর হও।"

এই ভাবে ঈশ্বর তাঁর লোকদের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে এমন এক দেশে নিয়ে যাবার জন্য মোশিকে ব্যবহার করলেন, যেখানে গিয়ে তারা তাঁর বাক্য লাভ করতে এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবন যাপন ও তাঁর উপাসনা করতে পারবে।

হাজার হাজার লোকের পশু সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে মিশর ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি আমরা কল্পনা করতে পারি। এমন সময় ফরৌণ হঠাৎ তার মন বদলে ফেললো, এবং তাদের ধরে ফিরিয়ে আনবার জন্য একদল সৈন্য পাঠালো। সৈন্যদের দেখে তারা অবশ্যই ভীত হয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছিল। আবারও তারা এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল।

তাদের পিছনে সৈন্যরা ধাওয়া করে আসছে আর সামনে রয়েছে বিশাল সমুদ্র। তাদের রক্ষার কোন পথই খোলা ছিল না।

ঈশ্বর মোশিকে সমুদ্রের উপর তার লাঠি বিস্তার করতে বললেন। তাতে সমুদ্রের জল দু'ভাগ হল। তাতে শক্ত মাটির উপর দিয়ে অব্রাহামের প্রজারা সমুদ্র পার হয়ে

গেল। কিন্তু তাদের পিছু ধাওয়া করে ফরৌণের সৈন্যরা যখন সমুদ্রের শুক্‌না মাটিতে নামলো, তখন ঈশ্বর আবার সমুদ্রের জল প্রবাহিত করলেন। তাতে তারা সবাই ডুবে মরলো।

অবশেষে ঈশ্বরের প্রজারা সত্যিকার ভাবে মুক্ত হল। মোশি লোকদের সংগঠিত করেছেন এবং যাত্রাপথে সর্বদা তাদের পথ নির্দেশ দিয়েছেন, দৈনিক প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছেন। তারা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে গমন করে সীনয় প্রান্তরে গিয়ে তাম্বু ফেলেছিল।

ঈশ্বর পর্বত থেকে মোশিকে ডাকলেন, তিনি ঈশ্বরের কাছে গেলেন। তিনি সরাসরি ঈশ্বরের মুখ থেকে কথা শুনে লোকদের কাছে ঈশ্বরের খবর নিয়ে এলেন। ঈশ্বর ঘন মেঘ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ ও তুরীধ্বনির সাহায্যে তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করেছিলেন।

ঈশ্বর তাঁর সেবা ও উপাসনা এবং লোকদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য পূর্ণ নির্দেশ মালা ও নিয়ম মোশিকে দিলেন। মোশি পর্বত থেকে সাক্ষ্য ফলক নামে পরিচিত দু'টি প্রস্তর ফলক নিলেন। ঐ পাথরের উভয় পাশেই ক্ষোদিত লেখা ছিল। আর ঐ লেখা ছিল স্বয়ং ঈশ্বরেরই।

ফরৌণের কবল থেকে উদ্ধার এবং পর্বতের উপর মোশির ঐ সাক্ষ্য ফলক লাভের কাহিনী থেকে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনটি সত্য জানতে

পারি। প্রথমতঃ মেষশাবক বধ করে দরজার কপাটে তার রক্ত লেপে রাখা হচ্ছে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের কাজ। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনা ঈশ্বরের উদ্ধার ক্ষমতা দেখায়। তৃতীয়তঃ সাক্ষ্য ফলক দুটি এই নিশ্চয়তা দেয় যে, যারা ঈশ্বরের বাধ্য তিনি তাদের সুনির্দিষ্ট পরিচালনা ও পথ নির্দেশ দেন।

আপনার করণীয়

৩। তালিকা থেকে উপযুক্ত কথাগুলি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

মানুষের বিশ্বাসের	আঘাতের
ঈশ্বরের দ্বারা লেখা	বলি উৎসর্গ
যুক্তি	ঈশ্বরের ক্ষমতার

ক) ফরৌণ অনেক ..... পরে লোকদের যেতে দিয়েছিল।

খ) দরজার কপাটে রক্ত লেপন করা ছিল ....কাজ।

গ) সমুদ্রের জল দু'ভাগ হয়ে যাওয়া ছিল ....প্রকাশ।

ঘ) সাক্ষ্য ফলক দু'টি ছিল .....।

ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা যে সত্য জানতে পারি ঃ

মোশি পর্বত থেকে নেমে এলে পর কি হয়েছিল, তা আমরা পরে দেখব। কিন্তু ঈশ্বর মোশিকে যে খবর দিয়েছিলেন, তার মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা প্রথমে চিন্তা করব। এই কোর্সে এই সত্যগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই আমরা এখানে কেবল মাত্র প্রধান বিষয়গুলিই উল্লেখ করব। এ থেকে আপনি কতগুলি দরকারী প্রশ্নের উত্তর পাবেন। তাছাড়া তা আপনাকে পরে ব্যবস্থা ও বাইবেলের অন্যান্য বইগুলি ভালভাবে পড়তে সাহায্য করবে। এইভাবে পড়তে আপনার ভালই লাগবে আর তাতে আপনি উপকৃত হবেন। ব্যবস্থা পুস্তক, গীতসংহিতা এবং সুসমাচারগুলি যদি আপনার কাছে না থাকে, তবে যোগাড় করতে চেষ্টা করুন।

ব্যবস্থা পুস্তকে প্রকাশিত সত্য ঃ

১। আমরা যেন ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার আরাধনা না করি। ঈশ্বর এক। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।

আমরা যেন কোন সাধু, স্বর্গদূত, অথবা অন্য যে কোন লোকের আরাধনা না করি। আমরা যেন কোন রকম প্রতিমাপূজা না করি। ব্যবস্থা পুস্তকে স্পষ্ট

ভাবে বলা হয়েছে ঃ "তুমি নিজের জন্য খোদিত প্রতিমা তৈরী কোর না। উপরে স্বর্গে, নীচে পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে জলের মধ্যে যা কিছু আছে, তাদের কোন মূর্তি তৈরী কোর না। তুমি তাদের কাছে প্রণিপাত কোর না এবং তাদের সেবা কোর না।"

কোন কিছু যখন আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের স্থান দখল করে নেয়, তখন আমরা আসলে এক ধরণের প্রতিমা গড়ে তুলি। আমরা যদি ঈশ্বরের চেয়ে টাকা-পয়সা, জমি-জমা, বা অন্য কোন সম্পত্তিকে বড় স্থান দেই, তবে সেগুলিও আমাদের কাছে প্রতিমার মত হয়ে পড়ে।

২। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সাথে নূতন করে নিয়ম স্থাপন করেছিলেন এবং কথা দিয়েছিলেন যে, তারা যতদিন বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করবে, ততদিন তিনি তাদের আশীর্বাদ করবেন।

৩। ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষ ও জাতিকে আহ্বান করেন যেন তারা তাঁর আদেশ বুঝে, বিশ্বাস করে এবং এর বাধ্য হয়ে চলে।

মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের সমস্ত সংবাদের একটা উপযুক্ত ভিত্তি প্রদানের জন্যই তিনি ব্যবস্থা বা আইন দিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমরা তাঁর আইন-কানুন ও লোকদের সাথে তাঁর কাজের নিয়ম সম্পর্কে এক স্পষ্ট ও একত্র করা বর্ণনা পাই। তাই ব্যবস্থা হচ্ছে ঃ

আমরা বাক্যকে সম্মান করি ও এর বাধ্য হয়ে চলি ঃ

এখন আবার আমরা মোশির কথায় ফিরে আসি। সাক্ষ্য ফলক লাভের পর তিনি সেগুলি নিয়ে পর্বত থেকে নেমে আসছিলেন। লোকেরা যেখানে তাম্বু ফেলেছিল, তিনি তখনও সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে লোকদের হৈ-হল্লা ও গান বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন। লোকেরা কি করছিল? তিনি যেন তা ধারণাই করতে পারছিলেন না! তারা একটা প্রতিমা—একটা সোনার বাছুর তৈরী করে দেবতা রূপে সেটিকে পূজা করছিল।

মোশি এতই নিরাশ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তার হাতের সাক্ষ্য ফলক দুটি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, ফলে সেগুলি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে কি ঈশ্বরের লিখিত নিয়ম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? কোন ভাবেই না! মোশি ছিলেন একজন সত্যিকার নেতা। তিনি লোকদের ফিরিয়ে এনেছিলেন। তারপর তিনি লোকদের ক্ষমা করে দেবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বর একটি আঘাত পাঠিয়ে লোকদের শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর দয়ালু। তিনি মোশিকে তার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন এবং লিখিত বাক্যের মাধ্যমে জগতকে তাঁর ইচ্ছা জানানোর পরিকল্পনা কার্যকরী করেছিলেন।

ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "তুমি আগের মত দু'খানি প্রস্তর ফলক খুঁদ। আগে যা যা লেখা ছিল, এই দুই ফলকে আমি আবার সে সব লিখব।" এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে, তাঁর বাক্য ধ্বংস করা বা পরিবর্তন করা যায় না। আবার নিজ হাতে তিনি ঐ প্রস্তর ফলকে লিখলেন। ঈশ্বর মোশিকে আরও বললেন যে, তিনি তার মুখের সহায় হবেন। অর্থাৎ তিনি তাকে ভুল করা থেকে রক্ষা করবেন। তাই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, ঈশ্বরের বাক্যে কোন রকম ভুল নাই।

মোশি অনেকবার বলেছেন যে, ঈশ্বরের লিখিত বাক্য তাঁর প্রজাদের এক অমূল্য সম্পদ। ঈশ্বরই তা দিয়েছেন, আর তিনিই তা চিরদিন রক্ষা করবেন। যে ঈশ্বর তা দিয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সব রকম অবস্থায় তা রক্ষা করতে সক্ষম। আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর নানা আশ্চর্য চিহ্ন এবং অলৌকিক্ কাজের মাধ্যমে তাঁর বাক্য সপ্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এগুলি সব যুগের সব লোকদের জন্য পালনীয় আমার চিরস্থায়ী বিধি।"

এখন ইতিহাসের দিকে চেয়ে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর সত্যিই তাঁর বাক্যকে রক্ষা করেছেন। একে ধ্বংস করবার বহু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ভাবে আমরা তা পেয়েছি।

অনেক লোক খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের অর্থকে বিকৃত করতে ও কোন কোন সত্যকে গোপন করতে চেয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরকে উপেক্ষা করা যায় না। তিনিই সব কিছুর উপরে বিজয়ী, আর তাঁর বাক্য চির অপরিবর্তনীয়।

আজ আমরা যখন মোশির খবর পড়ি, তখন এর মধ্যে আমরা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির একই খবর পাই। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন যে, ব্যবস্থা পুস্তক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটা, ঈশ্বরের দ্বারা তা মোশিকে দেওয়ার মতই এক অলৌকিক্ ব্যাপার, আর তা শাস্ত্রের সত্যতা এবং ঈশ্বরের ক্ষমতাই প্রকাশ করে।

আপনার করণীয়

৫। ব্যবস্থা পুস্তক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, নীচের যে বাক্যগুলিতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) ব্যবস্থা পুস্তকের কোন কোন অংশ ঈশ্বরের নিজের হাতে লেখা।

খ) সকল ব্যবস্থা পুস্তক প্রস্তর ফলকে ক্ষোদিত হয়েছিল।

গ) অলৌকিক্ কাজের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য প্রমাণিত হয়েছে।

ঘ) ব্যবস্থার খবর আজও অপরিবর্তনীয় রয়েছে।

মোশি তার জীবনের অধিকাংশ সময় লোকদের ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে, বুঝতে, এবং তার বাধ্য হয়ে চলতে সাহায্য করবার কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর এই সব আদেশ, বিধি-নিষেধ ও আইন দিয়েছেন যেন, আমি সেগুলি তোমাদের পালন করতে শিখাই। যেন তোমাদের সন্তানরা এবং তাদের সন্তানরা এই সব আদেশের বাধ্য হয়ে চলে ও দীর্ঘ জীবন লাভ করে। যত্নের সাথে এসব পালন কর, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।"

মোশি ঈশ্বরের লিখিত বাক্য যাজকদের হাতে দিলেন যেন, তারা লোকদের পড়ে শোনায় ও শিক্ষা দেয়। মোশি যখন তার জীবনের শেষ সীমায় পেঁছিলেন, তখন এটাই ছিল তার একমাত্র আশা। আজ এটা সব মানুষেরই আশা। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা যেমন একটা কর্তব্য, তেমনি তা এক বিশেষ সুযোগও বটে।

কেন? কোন একটা পবিত্র বই পড়বার মধ্যে এমন বিশেষ কি মূল্য আছে? অনেক লোক মনে করে যে, এক ধরণের ধর্মানুষ্ঠানের মতই ধর্মীয় বইগুলি তাদের পাঠ করা উচিৎ। অনেকে আবার ধর্মীয় জিনিষ রূপে

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র শাস্ত্র ঘরে রাখে, কিন্তু কখনও পড়ে না। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করবার কারণ আলাদা। আমরা জানি যে, ঐ বইগুলি নিজেরা আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু বইগুলির মধ্যে যে খবর আছে, তাই'ই দরকারী এবং শক্তিশালী। আমরা একটা ধর্মীয় কাজ হিসাবে বাইবেল পড়ি না, কিন্তু সেখানে যে খবর আছে, তা শোনবার জন্যই পড়ি। এইভাবে আমরা ঈশ্বরকে তাঁর লিখিত বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবার সুযোগ দেই।

স্মরণ করুন, মোশি যখন দেখলেন তার লোকেরা একটা প্রতিমার পূজা করছে, তখন তিনি সাক্ষ্য ফলক দু'টি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। ঐ ফলক গুলিতে স্বয়ং ঈশ্বর লিখেছিলেন, আর ঐগুলি মোশির কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন যে, ঈশ্বরের আদেশ লেখা পাথর গুলির চেয়ে বরং ঐ আদেশ গুলির প্রতি বাধ্যতাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষ্য ফলক ভাঙ্গার মাধ্যমে মোশি যেন চিৎকার করে এই কথাই বলেছেন, "এগুলির উপর যে বাণী লেখা আছে, লোকেরা যদি তা-ই পালন না করল তবে এগুলির মূল্য কোথায় ?"

এ সত্বেও ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্য তুলে নেন নি। তিনি চান যেন আমরা তাঁর লিখিত বাক্য আমাদের সাথে রাখি। তিনি চান যেন আমরা তা পড়ি, মোশির মত

আমরাও যেন একে ভালবাসি, এবং সম্মান করি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আমাদের জানতে চান যে, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। তিনি চান যেন, তাঁর শিক্ষা বুঝবার জন্য আমরা প্রার্থনা করি এবং বুঝবার পরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা পালন করে চলি।

আপনার করণীয়

৬। ঈশ্বরের বাক্য থেকে সবচেয়ে বেশী উপকার লাভের জন্য আমরা কি করতে পারি? তিনটি ছোট উত্তর লিখুন ঃ

.....

.....

.....

.....

.....

পরীক্ষা—৪

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর বইটি** নিন এবং এর ৬ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। চতুর্থ পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনি করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন, তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করবার জন্য, তাঁর নাম জানানোর জন্য এবং ঃ—

ক) ফরৌণকে শাস্তি দেবার জন্য।

খ) তাঁর লিখিত ব্যবস্থা প্রদান এবং উপাসনা ও সেবা করা সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা প্রকাশ করবার জন্য।

গ) মোশির বংশকে শাস্তি দেওয়া জন্য।

৭। ঈশ্বর মোশিকে তার কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন, তাঁর নাম, ব্যবস্থা এবং তাঁর ঃ—

ক) ব্যবস্থার অর্থ বলবার ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে।

খ) অতুলনীয় অন্তদৃষ্টি প্রকাশ করবার মাধ্যমে।

গ) ক্ষমতা প্রকাশ করবার মাধ্যমে।

৮। সবাইর কর্তব্য এবং তেমনি বিশেষ সুযোগ হল ঈশ্বরের কথা শোনা অর্থাৎ তাঁর খবর পাঠ করা এবং ঃ—

ক) এর সত্য গ্রহণ করে সেইভাবে জীবন গড়ে তোলা।

খ) এতে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক উপাসনার সাথে পরিচিত হওয়া।

গ) এর প্রয়োজনীয় শর্তগুলি স্বীকার করে নেওয়া।

৯। ব্যবস্থা থেকে প্রতিমাপূজা সম্পর্কে এই ধারণা পাওয়া যায় যে ঃ—

ক) তা' জগতের যে কোন কিছুর পূজা করা বুঝায়।

খ) এর সাথে কোন লোকের আসক্তি জড়িত, আর যা কিছু কারও জীবনে ঈশ্বরের স্থান দখল করে নেয়, তা-ই প্রতিমা।

গ) পুরাতন নিয়মের সময়কার একটা প্রথা, এখন এর কোন প্রচলন নাই।

১০। মোশি প্রথম সাক্ষ্য ফলক দুটি ভেঙ্গে ফেললেও ঈশ্বর আবারও অন্য প্রস্তর ফলকে সেগুলি লিখেছিলেন। আর তা দেখায় যে ঃ—

ক) তাঁর বাক্য ধ্বংস করা যায় না।

খ) লোকেরা ব্যর্থ হলেই তিনি এক নূতন বাণী দেবেন।

গ) মানুষের ব্যর্থতার ফলে ঈশ্বরের মানদণ্ডের পরিবর্তন করা দরকার হয়।

সত্য-মিথ্যা

১১। ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন যেন, তিনি তার কাছে তাঁর লিখিত ব্যবস্থা দিতে পারেন, যা তাঁর চরিত্র, ক্ষমতা এবং কিভাবে তাঁর সেবা করতে হবে তা প্রকাশ করেছে।

১২। ঈশ্বর যখন ফরৌণের উপর আঘাত পাঠালেন, তখন মোশি দেখলেন যে, রক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে মিশর ছেড়ে চলে যাওয়া।

১৩। ব্যবস্থা পুস্তকে আমরা স্পষ্টরূপে এই শিক্ষা পাই যে পূজা করবার জন্য কাঠ, পাথর, ধাতু বা অন্য জিনিষ দিয়ে তৈরী যে কোন মূর্তিই প্রতিমা।

১৪। ঈশ্বরের বাক্য যেমন অলৌকিক্ ভাবে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি আশ্চর্য জনক ভাবে তা রক্ষা করা হয়েছে। ফলে আমাদের বাইবেল আজও মানুষের কাছে ঈশ্বরের এক অবিকল আত্মপ্রকাশ, আমাদের বিশ্বাস, সেবা ও আচরণের এক দলিল যা আমাদের পথ নির্দেশক গ্রন্থ।

শূন্য স্থান পূরণ

১৫। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যে.....বাক্য দিয়েছিলেন, তা যেন ঈশ্বরেরই কণ্ঠ যা আজও আমাদের কাছে কথা বলছে।

১৬। ব্যবস্থা পুস্তকে প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে, তা এটাই দেখায় যে, কোন কিছু যখন .....স্থান দখল করে তখন তা একটা .....হয়ে পড়ে।

১৭। যতদিন লোকেরা বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের .... হয়ে চলবে, ততদিন তারা তাঁর নিয়মের আশীর্বাদগুলি ভোগ করবে।

১৮। ঈশ্বরের বাক্য বুঝলে ও পালন করে চললে তা আমাদের জন্য.....আশা ভরসা বহন করে আনে।

১৯। ব্যবস্থা এই সত্য প্রকাশ করে যে ঈশ্বর .... এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন দেবতা নাই।